পাঠ ৫ পবিত্র আত্মা আপনাকে শক্তি দেন

এই পাঠে আপনি পড়বেন

- শক্তির নানা ব্যবহার
- শক্তি দানের প্রতিজ্ঞা
- পঞ্চাশত্তমীতে এই প্রতিজ্ঞার পরিপূর্ণতা
- মন পরিবর্তনের পরবর্তী ধাপ
- শক্তি লাভের চিহ্ন

আপনার চিন্তার জন্য

আপনি বলতে পারেন, আমরা কি প্রাথমিক মণ্ডলীর শিষ্যদের মতো এই শক্তি সমভাবে পেতে পারি ? আমি বলি, হ্যাঁ কারণ তাদের যেমন প্রয়োজন ছিল আমারও তেমন প্রয়োজন আছে। আমি মনে করি না যে, নূতন নিয়মের সময়ে যে প্রচারকগণ ছিলেন, তাদের চাইতে বর্তমানের প্রচারকগণ অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। তাদের এই শক্তির প্রয়োজন ছিল।

আপনি একথা বলবেন না যে, আমরা কি পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম পেতে পারি ? পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম

ছাড়া আমরা মূল্যহীন। পবিত্র আত্মা ছাড়া খ্রীষ্ট ধর্ম হচ্ছে একটি সুন্দর খোলসমাত্র। জীবন বিহীন এবং মৃত। একমাত্র ঈশ্বর পবিত্র আত্মা, অগ্নির এই স্ফুলিঙ্গকে উদ্দীপিত করেন, নির্বাপিত হতে দেন না।

আমার যদি এই শক্তির একান্ত প্রয়োজন হয় তবে এটা কি সম্ভব যে তিনি এটা আমাকে দেবেন না যদি তাঁর শর্তগুলি পালন করি? বাইবেল বিভিন্ন প্রতিজ্ঞা ও উপদেশে পরিপূর্ণ যা এই প্রতিজ্ঞাকে পেতে বিশ্বাসে ঈশ্বরের নিকট এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। আপনি বাইবেলে একটি অনুচ্ছেদও খুঁজে পাবেন না যেখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঈশ্বর দিতে অসম্মত হবেন না।

আমাদের মুক্তিদাতা একথা লিখে রেখেছেন যে তিনি এটি আমাদের জন্য ক্রয় করেছেন। এটি পূর্ণ সুসমাচারে একটি অখণ্ড অংশ। এটি হতেই হবে। এছাড়া অন্য সিদ্ধান্তের কথা নূতন নিয়মে নেই।

যীশু বলেছিলেন, তিনি তাদের পরিপূর্ণ করবেন। তার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তিনি তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন। এই কারণেই বিশ্বাসীদের জীবনে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটি এই কালে সকল বিশ্বাসীদের জন্য ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা।

আমি আত্মসচেতনার সঙ্গে বলতে চাই যে, ঈশ্বর আমাদের দায়িত্ব পূর্ণ কাজের জন্য ধরে রাখেন। ঈশ্বর

সকল বিশ্বাসীদের ধরে রাখেন যেন তারা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য তাঁর দত্ত দানকে ব্যবহার করতে পারে। এই দান এখনই আপনার ব্যবহারের জন্য।

শক্তির নানা ব্যবহার

শক্তি কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তা শিখতে হবে

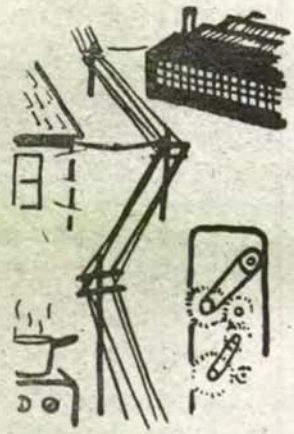

চিন্তা করুন বিদ্যুৎ কত বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার হয়ে থাকে। লোকে শহরকে আলোকিত করে, রান্না করে, ঘরকে গরম করে, কারখানা চালায় এবং বিভিন্ন প্রকার যন্ত্র এই বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত হয়ে থাকে। কারণ মানুষ শিখেছে কিভাবে বিদ্যুৎকে ব্যবহার করতে হয়। তারা অসম্ভবকে সম্ভব করেছে এমন কি চাঁদে যেতেও মানুষ বিদ্যুতকে ব্যবহার করেছে।

পবিত্র আত্মা আপনার জীবনকে বিদ্যুতের চাইতে আর এক মহান শক্তিতে পরিপূর্ণ করতে চান। এই শক্তি ছাড়া কোন কিছুই করা অসম্ভব কিন্তু আপনাকে

এর ব্যবহার জানতে হবে। সঠিক ভাবে যদি আপনি এ শক্তিকে ব্যবহার করেন, তাহলে ঈশ্বরের গৌরব বয়ে আনবে ও আপনার জীবন আশীর্বাদে পূর্ণ হবে। যে কোন শক্তি হউক না কেন যদি ভুল ভাবে তা ব্যবহার করেন, তা আপনার জন্য সমস্যা ডেকে আনবে।

তিনটি ভুল এড়িয়ে চলতে হবে

১। কিছু সংখ্যক লোক আত্মার শক্তিকে খেলনা হিসাবে ব্যবহার করে থাকে।

করিন্থীয় মণ্ডলীতে এই একটি সমস্যা ছিল। তারা পর ভাষায় প্রার্থনা করে আনন্দ অনুভব করতো, এটি ছিল তাদের উপাসনায় তাদের জন্য একটি সুন্দর সময়। যেখানে ছিল বিশৃংখলা বাইরে থেকে আগত লোকেরা ভাবতো তারা পাগল। পৌল তাদের জানিয়েছিলেন সকল বিষয় সুন্দর ও শৃংখলার সঙ্গে করতে হবে। তাদের জানতে হবে পবিত্র আত্মার সঠিক পরিচালনা যেন লোকেরা পরিত্রাণ পায় ও কেউ খ্রীষ্টের কাছ থেকে ফিরে না যায়।

২। কিছু সংখ্যক লোক ঈশ্বরের গৌরবের পরিবর্তে নিজেদের প্রতি মনযোগ দিয়ে থাকে।

পবিত্র আত্মা যদি কোন লোককে আরোগ্য দানের বিশ্বাস দিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি উচৈঃস্বরে বলতে পারেন না যে, তোমরা আমার দিক তাকিয়ে দেখ, কি অলৌকিক কাজ বা কি আমার ক্ষমতা। কোন লোককে যদি ঈশ্বর ভাববাণী বলার শক্তি দেন, তাহলে তিনি বলতে পারেন না যে আমার কথা তোমাদের মান্য করা উচিত কারণ আমি একজন ভাববাদী। তোমরা আমার নিকট এস যদি জানতে চাও, তোমাদের কি করতে হবে। এই প্রকার গর্ব অনেক সমস্যা ডেকে আনে।

৩। পবিত্র আত্মা আমাদের জন্য যে সব দান বা শক্তি রেখেছেন অনেকে সেগুলি আদৌ ব্যবহার করতে চান না।

এই ভ্রান্তিটিই সাধারণতঃ বেশী দেখা যায়। কোন কোন লোক হয়তো পবিত্র আত্মার শক্তির অপব্যবহার দেখেছেন, ফলে তারা কোন প্রকার অলৌকিক শক্তির ব্যবহার থেকে দূরে থাকতে চান। থিষলনীকীয় মণ্ডলীতে এই সমস্যা ছিল। পৌল আত্মা সকলের পরীক্ষা করার কথা বলেছেন—সেগুলি ঈশ্বর থেকে কিনা। মিথ্যা ভাববাণী এবং ঈশ্বরের কাজের

যারা নকল করতে চায়—তাদের গ্রহণ করতে বারণ করেছেন। কিন্তু তাই বলে তারা নকলের ভয়ে আসলকে বাদ দেন নাই।

১ থিষলনীকীয় ৫ঃ ১৯-২২ আত্মাকে নির্ব্বাণ করিও না ভাববাণী তুচ্ছ করিও না। সর্ব বিষয়ে পরীক্ষা কর, যাহা ভাল তাহা ধরিয়া রাখ। সর্ব প্রকার মন্দ বিষয় হইতে দূরে থাক।

পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হওয়া, আপনার ঘরে ইলেক-ট্রিক কানেক্শন আনার মত। মনে রাখবেন, ঘরে কানেক্শন আনাই যথেষ্ট নয়। সুইচ্ অন করে বাতি জ্বালাতে হবে। শক্তি ব্যবহার করতে হবে। অন্ধকার ঘরে বসে একথা বললে চলবে না, "যাক শেষ পর্যন্ত ঘরে কানেক্শন আনতে পেরেছি। প্রেরিতদের কার্যবিবরণ পুস্তকে আমরা আত্মার শক্তির যথাযথ ব্যবহার দেখি।

এটি আপনার জন্য একটি আদর্শ

পবিত্র আত্মার শক্তিই তৎকালীন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের নানা প্রকার দুর্নীতি ও অপরাধে পরিপূর্ণ সমাজ জীবন পবিত্র ভাবে চলতে শক্তি যুগিয়েছিল। এমন এক আভ্যন্তরীণ শান্তি ও আনন্দ তাদের ছিল যা তাদের যীশু নামের জন্য অত্যাচারিত ও কারাগারস্থ হয়েও তার মধ্যে আনন্দগান করতে সাহায্য করেছিল। ঈশ্বরের প্রেমে

পরিপূর্ণ হয়ে তারা তাদের অত্যাচারকারীদের ক্ষমা করেছিলেন ও তাহাদের জন্য প্রার্থনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই হচ্ছে পবিত্র আত্মার শক্তির যথাযথ ব্যবহার।

ঈশ্বর তাদের অন্তরে এমন এক জীবন ও শক্তিশালী বাণী দান করেছিলেন যা তারা নিজেরা বিশ্বাস করতেন। ও সমস্ত অনুভূতির সঙ্গে ঘোষণা করতেন। তারা জানতেন খ্রীষ্টবিহীন সকলেই অনন্ত বিনাশের পাত্র। কিন্তু যারা তাঁতে বিশ্বাস করে, তিনি তাদের উদ্ধার করে থাকেন। তাঁরা এমন এক বিজ্ঞতা, সৎসাহস ও যুক্তি জ্ঞানের সঙ্গে কথা বলতেন যা তাঁদের শক্তি বা ক্ষমতার বাইরে ছিল। তাঁদের প্রচারের মধ্যে এই অলৌকিক শক্তি শ্রোতাদের অন্তরের সমস্ত সংশয় দূর করে দিতে ও পাপ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে।

তাঁদের হৃদয়ে ঈশ্বর এক জীবন্ত ও শক্তিশালী বিশ্বাস দান করেছিলেন। তাঁরা জানতেন, ঈশ্বর তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন ও তাঁদের মধ্য দিয়ে কাজ করছেন। কারণ এই প্রতিজ্ঞা তিনিই তাদের দান করেছিলেন। তাঁরা যীশু নামে পক্ষাঘাতীকে উঠতে আদেশ দিতেন, তারা উঠত। তাঁরা প্রার্থনা করতেন, তাদের প্রার্থনায় অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ সাধিত হত। রুগ্ন পীড়িতেরা সুস্থ হত, জেলখানার দরজা খুলে যেত, অবিশ্বাসী ও পাপীরা দলে দলে ঈশ্বরের দিকে ফিরত।

প্রাথমিক মণ্ডলীর খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের জীবনে এই শক্তি তাঁদের খ্রীষ্টের পক্ষে উপযুক্ত সাক্ষী করে তুলেছিল। প্রতিবেশীর কাছে যীশুর কথা বলবার জন্য যে সাহস ও সহানুভূতির প্রয়োজন তা তাঁদের অন্তরে ছিল। তাঁদের সম্মুখে এক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল ও সেই লক্ষ্যে পৌঁছানই ছিল তাঁদের একমাত্র চিন্তা। যে প্রেম, যে সাহস, যে সুদূর প্রসারি দৃষ্টি ও যে পরম উৎসর্গ মানুষকে সব কিছু ত্যাগ করে খ্রীষ্টের পিছে চলতে শক্তি যোগায়; তা তাঁদের ছিল। তারা খ্রীষ্টের সুসমাচার নিয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে চলে যেতেন। তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন জগতের প্রতিটি মানুষের কাছে সুসমাচারের বাণী পৌঁছে দেওয়া।

শক্তি ব্যবহারের এই আদর্শ আমরা প্রাথমিক মণ্ডলীর মধ্যে দেখি। এই শক্তি ছিল পবিত্র আত্মার শক্তি যিনি তাদের অন্তর তাঁর পবিত্র উপস্থিতি দিয়ে পরিপূর্ণ করতেন ও তাঁদের মধ্য দিয়ে কাজ করতেন। অন্য কথায়, আমরা বলতে পারি, তারা যা যা করেছিলেন তা ছিল আত্মা পূর্ণ জীবনেরই বহিঃপ্রকাশ। আমরা বাইবেলে তাঁদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেখতে পাই। তাঁদের এই অভিজ্ঞতা আজকের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীর জন্য আদর্শ স্বরূপ।

আপনার করণীয়

১। প্রাথমিক যুগের খ্রীষ্টিয়ানদের জীবনে আত্মিক শক্তির যে ফল ছিল নীচের সেগুলিতে গোল চিহ্ন দিন।

ভয়	বিশ্বাস	বার্তা	দুঃশ্চিন্তা
সাহস	জনপ্রিয়তা	সুস্থতা	দর্শন
অর্থ	পরিবর্তন	প্রেম	

শক্তি দানের প্রতিজ্ঞা

যোহন বাপ্তাইজক সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন যীশু খ্রীষ্ট তাদের পবিত্র আত্মায় ও অগ্নিতে বাপ্তাইজ করবেন (অবগাহিত করবেন)। এ ছিল এমন

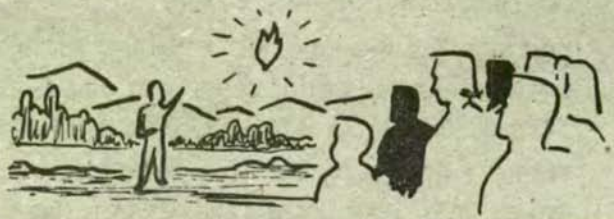

একটি প্রতিজ্ঞা যা উপস্থিত জনতাকে (যারা তার কাছে জলে অবগাহন নিচ্ছিল) লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন।

মথি ৩ঃ১১ "আমি মনপরিবর্তনের জন্য জলে তোমাদের বাপ্তিস্ম (অবগাহন) দিতেছি। কিন্তু যিনি আমার পরে আসিতেছেন তিনি·····পবিত্র আত্মায় ও অগ্নিতে তোমাদের বাপ্তিস্ম (অবগাহন) দিবেন।"

যীশু জানতেন, তাঁর অনুসারীদের অনেক কাজ করতে হবে, ও তারা কখনই নিজের শক্তিতে এই কাজ করতে পারবে না। এই জন্য, তিনি শিষ্যদের অপেক্ষা করতে বললেন, যে পর্যন্ত না তারা উর্ধ্ব থেকে পবিত্র আত্মার শক্তি পায়। যীশু জানতেন এই শক্তি পেলে তারা তাঁর পক্ষে উপযুক্ত সাক্ষী হতে পারবে। যীশুর এই কথাগুলি ছিল তাদের পক্ষে আদেশ ও প্রতিজ্ঞা স্বরূপ।

লূক ২৪ঃ৪৯ আমার পিতা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমি তোমাদের নিকট প্রেরণ করিতেছি; কিন্তু যে পর্যন্ত উর্ধ্ব হইতে শক্তি পরিহিত না হও, সেই পর্যন্ত তোমরা এই নগরে অবস্থিতি কর।

প্রেরিত ১ঃ৪-৫, ৮ পিতার অঙ্গীকৃত দানের জন্য অপেক্ষা কর,···কেননা যোহন জলে বাপ্তাইজ করিতেন, কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হইবে·····পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হইবে, আর তোমরা যিরূশালেমে, সমুদয় যিহূদীয়া ও শমরিয়া দেশে এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত আমার সাক্ষী হইবে।

আপনার করণীয়

২। প্রেরিত ১ঃ ১-১৪ পদ পাঠ করুন এবং ৪, ৫, ৮ পদ মুখস্থ করুন।

পঞ্চাশত্তমীতে এই প্রতিজ্ঞার পরিপূর্ণতা

প্রতিজ্ঞাত পবিত্র আত্মা পাবার জন্য যীশুর শিষ্যদের কি করতে হয়েছিল? ১২০ জন তারা দশ দিন ধরে প্রার্থনায় অপেক্ষা করেছিলেন। তারা আশা করেছিলেন কিছু একটা ঘটবে এবং তা ঘটেছিল। পঞ্চাশত্তমীর দিনে তারা তা পেয়েছিলেন যাকে আমরা বলি পবিত্র আত্মার অভিজ্ঞতা বা আত্মার বাপ্তিস্ম।

প্রেরিত ১ঃ১৪ তাহারা এক সঙ্গে প্রার্থনায় নিবিষ্ট রহিলেন।

প্রেরিত ২ঃ১-৫, ৭-৮, ১১, ১৩ পরে পঞ্চাশত্তমীর দিন উপস্থিত হইলে তাহারা সকলে এক স্থানে সমবেত ছিলেন। আর হঠাৎ আকাশ হইতে প্রচণ্ড বায়ুর বেগের শব্দবৎ একটা শব্দ আসিল

এবং যে গৃহে তাহারা বসিয়া ছিলেন, সেই গৃহের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইল। আর অংশ অংশ হইয়া পড়িতেছে এমন অনেক অগ্নিবৎ জিহ্বা তাদের দৃষ্টি গোচর হইল, তাহাদের প্রত্যেক জনের উপরে বসিল। তাহাতে তাহারা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন এবং আত্মা তাহাদিগকে যেরূপ বক্তৃতা দান করিলেন, তদনুসারে অন্য অন্য ভাষায় কথা কহিতে লাগিলেন।

এ সময়ে যিহূদীরা, আকাশের নিম্নস্থিত সমস্ত জাতি হইতে আগত ভক্ত লোকেরা যিরূশালেমে বাস করিতেছিল। তখন সকলে আশ্চায্যান্বিত ও চমৎকৃত হইয়া বলিতে লাগিল, দেখ এই যে লোকেরা কথা কহিতেছে ইহারা সকলে কি গালীলীয় নহে? তবে আমরা কেমন করিয়া প্রত্যেক জন নিজ নিজ জন্মদেশীয় ভাষায় কথা কহিতে ও ঈশ্বরের মহৎ মহৎ কর্মের কথা বলিতে শুনিতেছি। অন্য লোকেরা পরিহাস করিয়া বলিল, উহারা মিষ্ট দ্রাক্ষারসে মত্ত হইয়াছে।

এই ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত পিতর মানুষের ঠাট্টা বিদ্রুপের ভয় করতেন। কিন্তু পবিত্র আত্মার শক্তি পাবার পর এক অদ্ভুত পরিবর্তন নেমে এলো তার জীবনে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষমতার সঙ্গে

প্রচার করছিলেন। তিনি তাদের সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে বললেন, তারা এখানে যা দেখেছেন তা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা। ঈশ্বর তার নিজ আত্মা তাদের উপর ঢেলে দিয়েছেন।

(প্রেরিত ২ঃ১৪-১৭, ৪১ কিন্তু পিতর এগারো জনের সহিত দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহাদের কাছে বক্তৃতা করিয়া কহিলেন,.....কেননা তোমরা অনুমান করিতেছ ইহারা মত্ত তাহা নয়। কিন্তু এটি সেই ঘটনা যাহার কথা যোয়েল ভাববাদী দ্বারা উক্ত হইয়াছে, "শেষ কালে এইরূপ হইবে, ঈশ্বর বলিতেছেন, আমি আপন আত্মা সকলের উপর সেচন করিব, তোমাদের পুত্র কন্যাগণ ভাববাণী বলিবে। তখন যাহারা তাহার কথা গ্রাহ্য করিল, তাহারা বাপ্তাইজিত হইল, তাহাতে সেই দিন কমবেশ তিন হাজার লোক তাহাদের সহিত সংযুক্ত হইল।

তখন থেকে প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণী পুস্তকে পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টিয়ানদের জীবনে কিভাবে কাজ করেন তার একটি নজির আমরা দেখতে পাই। পবিত্র আত্মা তাদের জীবনে আত্মসাক্ষ্য দিতে, সুসমাচার প্রচার করতে ও খ্রীষ্টের জন্য আত্মা জয় করতে সাহায্য করেছিলেন।

আপনার করণীয়

৩। খ্রীষ্টিয়ানদের নিকট কোন্ পুস্তক পবিত্র আত্মার কাজের বিষয়ে একটি আদর্শ ?

.....

৪। প্রেরিত ২ অধ্যায় পাঠ করুন।

মনপরিবর্তনের পরবর্তী ধাপ

প্রেরিতগণ আশা করেছিলেন, পরিবর্তনের পর সকল বিশ্বাসী আত্মায় পরিপূর্ণ হবেন। পিতর স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করেছেন।

প্রেরিত ২ঃ৩৮-৩৯ তখন পিতর তাহাদিগকে কহিলেন, মন ফিরাও এবং তোমরা প্রত্যেক জন তোমাদের পাপ মোচনের নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও, তাহা হইলে পবিত্র আত্মারূপ দান প্রাপ্ত হইবে। কারণ এই প্রতিজ্ঞা তোমাদের জন্য ও তোমাদের সন্তানগণের জন্য এবং দূরবর্তী সকলের জন্য যত লোককে আমাদের ঈশ্বর প্রভু ডাকিয়া আনিবেন।

যদি কোন নূতন বিশ্বাসী সঠিক পরিবর্তনের পর পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম না পেয়ে থাকেন, তাদের জন্য প্রার্থনা করতে হবে যেন তারা এটি পেতে পারেন।

প্রেরিত ৮ঃ১৪-১৭ যিরূশালেমের প্রেরিতগণ যখন শুনিতে পাইলেন যে শমরীয়েরা ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করিয়াছে তখন তাহারা পিতর ও যোহনকে তাদের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাহারা আসিয়া তাহাদের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন, যেন তাহারা পবিত্র আত্মা পায় কেননা এ পর্য্যন্ত তাহাদের কাহারও উপরে পবিত্র আত্মা পতিত হন নাই.....তখন পিতর ও যোহন তাহাদের উপরে হস্তার্পন করিলেন, আর তাহারা পবিত্র আত্মা পাইল।

শৌলের পরিবর্তনের পর প্রভু অননীয়কে তার নিকট প্রার্থনা করতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রেরিত ৯ঃ১৭ তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন যেন তুমি দৃষ্টি পাও ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হও।

কর্ণেলিয় ও তার পরিবার সুসমাচার শুনে বিশ্বাস করে সেই সত্যকে গ্রহণ করে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন। পিতরের প্রচার শেষ করার পূর্বেই তারা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছিলেন। ইফিষীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের অভিজ্ঞতা ছিল ভিন্ন ধরণের। বর্তমান পৃথিবীতে অনেক খ্রীষ্টিয়ান

আছেন যারা জানেন না ঈশ্বর তাদের পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ করতে চান। পৌল তাদের একথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

প্রেরিত ১৯ঃ২, ৬ বিশ্বাসী হইয়া তোমরা কি পবিত্র আত্মা পাইয়াছিলে? তাহারা তাহাকে কহিল, পবিত্র আত্মা যে আছেন, তাহাও আমরা শুনি নাই। আর পৌল তাদের উপরে হস্তার্পণ করিলে পবিত্র আত্মা তাহাদের উপর আসিলেন।

প্রাথমিক মণ্ডলীর আদর্শ অনুযায়ী ঈশ্বর তাঁর সকল সন্তানদের পবিত্র আত্মায় ও শক্তিতে পরিপূর্ণ করতে চান। কে এই শক্তি পেতে পারে? ধনী-দরিদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত, নারী-পুরুষ, ধর্মীয় নেতা সাধারণ লোক এমন কি নূতন বিশ্বাসী সকলেই পেতে পারে। পিতর কর্ণেলীয় নামক একজন রোমীয় সেনাপতির ঘরে বসে এ কথা বলেছিলেন।

প্রেরিত ১০ঃ৩৪, ৪৭ তখন পিতর মুখ খুলিয়া কহিলেন আমি সত্যই বুঝিলাম, ঈশ্বর মুখাপেক্ষা করেন না। এই লোকেরা আমাদের ন্যায় পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আপনার করণীয়

৫। কে বলেছিলেন "ঈশ্বর মুখাপেক্ষা করেন না ?..... ....

শক্তি লাভের চিহ্ন

পরভাষায় প্রার্থনা করা

পঞ্চাশত্তমীর দিনে যখন পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিলেন, তিনি তাঁর শক্তির কতগুলি চিহ্ন প্রকাশ করেছিলেন। লোকে প্রচণ্ড বাতাসের শব্দ শুনেছিল, অগ্নিবৎ জিহ্বা দেখেছিল, তারা পরভাষায় প্রার্থনা করেছিল যে ভাষা তারা কোন দিন শিখেনি। যখন কেউ পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়েছেন, তখন তিনি পরভাষায় প্রার্থনা করেছেন। প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণীতে এটি বার বার খুঁজে পাবেন। এই ভাবে পিতর জানতে পেরেছিলেন কর্নেলীয়ের পরিবারে সবাই

পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছেন। এই একই চিহ্ন ইফিষীয় মণ্ডলীতে পুনরুক্তি করা হয়েছে। নীচের এই অভিজ্ঞতাকে লক্ষ্য করুন।

(প্রেরিত ২ঃ৪ তাহাতে তাহারা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন, এবং আত্মা তাহাদিগকে যেরূপ বক্তৃতা দান করিলেন, তদনুসারে অন্য অন্য ভাষায় কথা কহিতে লাগিলেন।

(প্রেরিত ১০ঃ৪৪-৪৭ পিতর এই কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে যত লোক বাক্য শুনিতেছিল, সকলের উপরে পবিত্র আত্মা পতিত হইলেন। তখন পিতরের সহিত আগত বিশ্বাসী ছিন্নত্বক লোক সকল চমৎকৃত হইলেন, কারণ পরজাতীয়দের উপরেও পবিত্র আত্মা-রূপ দানের সেচন হইল, কেননা তাহারা উহাদিগকে পর ভাষায় কথা কহিতে ও ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতে শুনিলেন। তখন পিতর কহিলেন, এই যে লোকেরা আমাদের ন্যায় পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হইয়াছেন.....।

(প্রেরিত ১৯ঃ১৬ আর পৌল তাহাদের উপরে হস্তার্পণ করিলে পবিত্র আত্মা তাহাদের উপরে আসিলেন, তাহাতে তাহারা পর ভাষায় কথা কহিতে ও ভাববাণী বলিতে লাগিলেন।

পবিত্র আত্মার শক্তিতে পরভাষায় কথা বলা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বাসী পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম পেয়েছেন। শাস্ত্রে এই চিহ্নটিকে পবিত্র আত্মা প্রাপ্তির একটি বিশেষ চিহ্নরূপে দেখা যায়। প্রভু যীশু ও সাধু পৌল উভয়েই পরভাষাকে একটি লক্ষণ বা চিহ্নরূপে প্রকাশ করেছেন।

মার্ক ১৬ঃ১৭ আর যাহারা বিশ্বাস করে এই চিহ্নগুলি তাহাদের অনুবর্তী হইবে……তাহারা নূতন নূতন ভাষায় কথা কহিবে।

১ করিন্থীয় ১৪ঃ২২ পরভাষার যে দান তা অবিশ্বাসীদের কাছে চিহ্ন স্বরূপ।

পবিত্র আত্মা আজকের দিনেও সেই চিহ্ন ব্যবহার করে থাকেন যখন কোন লোককে তার আত্মায় পরিপূর্ণ করেন। আপনি অনেক বই পড়তে পারেন যার মধ্যে এর প্রমাণ খুঁজে পাবেন যেমন With Sings Following, by Stenley H. Frodsham. They Speak with Other Tongues, by John Sherrill; Catholic Pentecostals, by Kevin and Dorothy Ranaghan এ ছাড়াও অন্যান্য বইতে। The Silent Speak বইতে মিঃ সি, এম, ওয়ার্ড বলেছেন, এমন কি যারা বধির, ভালভাবে কথা বলতে পারতো না তারা আত্মায় পূর্ণ হয়ে পরিষ্কার ভাবে কথা বলতে পেরেছে।

সাধারণতঃ এই ভাষা কেউই জানেনা তবে পবিত্র আত্মা অনেক সময় এই অজানা ভাষা বক্তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন, উপস্থিত কেউ কেউ তা বুঝতে পেরেছে, যেমনটি ঘটেছিল পঞ্চাশত্তমীর দিনে।

শক্তির অন্যান্য চিহ্ন

পবিত্র আত্মার শক্তির অন্য যে চিহ্নগুলি আমরা জানি সেগুলি হল পবিত্র জীবন, ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, সৎসাহস ও পরম উৎসর্গ। জীবন্ত বিশ্বাস শক্তিপূর্ণ প্রার্থনা ও শক্তিপূর্ণ প্রচারও পবিত্র আত্মার শক্তির চিহ্নস্বরূপ। আত্মাগণের পরিত্রাণ, রুগ্ন পীড়িতদের আরোগ্যদান, পবিত্র আত্মার অবগাহন ও মণ্ডলীর শ্রীবৃদ্ধি প্রভৃতি পরিচর্য্যার ফলগুলিকেও শক্তির চিহ্নরূপে ধরা যায়।

ডঃ আলেকজাণ্ডার ম্যাক্লারেণ নামক একজন বিখ্যাত লোক লিখেছেনঃ খ্রষ্টের রাজ্য ঘোষণার জন্য ও তাঁর সাক্ষ্য বহন করবার জন্য পবিত্র আত্মার শক্তির সঙ্গে অন্য কোন শক্তির তুলনা করা যায় না। এই পবিত্র স্বর্গীয় অগ্নিতে অবগাহিত হয়েই আমরা সমস্ত স্বার্থপরতা ও আলস্যের গ্লানি থেকে মুক্ত হই। খ্রীষ্টিয় জীবনে চলার পথে এগুলি আমাদের বাধা বা

অন্তরায় স্বরূপ। আত্মার অনুগ্রহ চুল্লির পবিত্র তেজে এই বন্ধনগুলি পুড়ে যায়, ও আমরা নিঃস্বার্থ ও নিরলস সেবায় ব্রতী হই। "যাহাতে অন্তরের মানুষে, তাঁহার আত্মা দ্বারা তোমরা শক্তিতে বলিয়ান হও।" এমন শক্তি যা আপনার সমস্ত প্রকৃতি ও সমস্ত সত্ত্বাকে পূর্ণ করে দেবে, যদি আপনি তা করতে দেন। এই শক্তি আপনাকে এক নূতন মানুষে রূপান্তরিত করবে। পরীক্ষা সহ্য করবার জন্য, জীবন যুদ্ধে প্রাণপণ করবার জন্য, পরিচর্যা কাজের জন্য ও সাক্ষ্য দানের জন্য আপনি নূতন বল ও নূতন প্রেরণা লাভ করবেন।

আপনার উত্তর

১। বিশ্বাস, বার্তা, সাহস, সুস্থতা, দর্শন, পরিবর্তন, প্রেম

৩। প্রেরিত (অথবা বাইবেল)

৫। পিতর